যুগান্তর

তারিখ 23 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পঞ্চগড়ে ১০ মিনিটে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

১৫ লাখ টাকায় লোক দেখানো পরীক্ষা নেয়ার অভিযোগ

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড় সদর উপজেলার শেখেরহাট উচ্চবিদ্যালয়ে ১৫ লাখ টাকার বিনিময়ে ১০ মিনিটের লোক দেখানো পরীক্ষায় প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই পদে ১৫ জন প্রার্থী আবেদন করলেও আগেই মনোনীত প্রার্থী ও তার দু'জন প্রক্সি প্রার্থীসহ মাত্র তিনজন পরীক্ষায় অংশ নেন। অভিযোগ উঠেছে; পরীক্ষা শুরুর মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফলাফল দেয়া হয়েছে। প্রায় ১৫ লাখ টাকার বিনিময়ে লোক দেখানো পরীক্ষার মাধ্যমে এই নিয়োগ বাণিজ্য সম্পন্ন করা হয়েছে। আর এ নিয়োগ বাণিজ্যের হোতা হচ্ছেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান, সদস্য ফজলুল করিম, নিয়োগ পরীক্ষায় নিয়োজিত ডিজির প্রতিনিধি পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেখা রানী দেবী এবং পঞ্চগড় সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. বোরহানউদ্দীন। পরীক্ষায় অংশ না নিতে পারা প্রার্থীরা এ অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে জানা গেছে, সম্প্রতি জেলার সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের শেখেরহাট উচ্চবিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। শুক্রবার বিকালে পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষক পদে ১৫ জন প্রার্থী আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেন মাত্র ৩ জন প্রার্থী। নিয়োগ পরীক্ষায় নিয়োজিত ডিজির প্রতিনিধি পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেখা রানী দেবীকে ম্যানেজ করে তড়িঘড়ি করে পরীক্ষা সম্পন্ন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বোরহান উদ্দীন। পরীক্ষা শুরুর মাত্র ১০ মিনিটের মাথায় আগেই মনোনীত প্রার্থী মতিয়ার রহমান উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন।

প্রধান শিক্ষক পদের পরীক্ষার্থী ওই বিদ্যালয়েরই সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মো. মফিজল হক জানান, আমরা পরীক্ষার সব প্রস্তুতি নিয়েই কেন্দ্রে এসেছিলাম। পরীক্ষা শুরু আগে ম্যানেজিং কমিটি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হলে পরীক্ষা হবে কিনা এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও ডিজির প্রতিনিধি ওই-তিনজন পরীক্ষার্থীকে গোপনে একটি কক্ষে ডেকে মাত্র ১০ মিনিটেই পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের চাকরি হবে না। পরীক্ষা দিয়েও কোনো লাভ নেই। পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হল শুধু লোক দেখানো।

শেখেরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান বিভিন্ন কৌশলে এ বিষয়টি এড়িয়ে যান। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। এরপর নিয়োগ পরীক্ষায় ডিজির প্রতিনিধি পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেখা রানী দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোনো কথা বলতে চাননি।

এদিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. বোরহানউদ্দীনের কাছে জানতে তিনি ১৫ লাখ টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, এসব লিখে কি লাভ, এতে আমার কিছুই হবে না।